দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JUN 1995
পৃষ্ঠা কলাম ৫

86

ছাত্রবৃত্তি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি

ঢাকা ভার্সিটির ৫৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ১২ কোটি ৮২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার ঘাটতিসহ মোট ৫৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক এই বাজেট ঘোষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বাজেট অনুমোদন দেন। একই সঙ্গে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটও অনুমোদিত হয়।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের বাজেটের মূল ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষকদের বেতন বাবদ। মোট বাজেটের ২৫ দশমিক ৬৮ ভাগ অর্থাৎ ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা শিক্ষকদের বেতন বাবদ ব্যয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্ম-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ও ভার্সিটির ৫৭ কোটি ৯৭ লাখ টাকার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চারীদের বেতন বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মূলবরাদ্দের শতকরা ২০ দশমিক ৬৯ ভাগ। এবার বাজেটে ছাত্র বৃত্তিখাতে গতবারের চেয়ে ২৫ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ছাত্র বৃত্তিখাতে ৭৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা। গবেষণাখাতে ধরা হয়েছে ৭৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। চিকিৎসার জন্য ওষুধ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। বিভাগীয় হল, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য দফতরের আনুষংগিক ও সাধারণ কার্যক্রম ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আবাসিক সমস্যা সমাধান খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে সব মিলিয়ে ৯২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। পেনশন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগকে অনুষদে রূপান্তর ও নতুন কয়েকটি বিভাগের জন্য অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে। ফার্মেসী অনুষদের জন্য ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে চারুকলা ইনস্টিটিউটের জন্য শিক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং বইপত্রের জন্য জাপান সরকারের সাংস্কৃতিক সহায়তা কার্যক্রমের অধীনে আগামী অর্থবছরে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনখাতে লোকসান হয়েছে। বাজেটে বলা হয়েছে, এবার ৯০ লক্ষ টাকা এই খাতে লোকসান হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের হলের সীট ভাড়া, মাসিক বেতন অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অফিসার, ও কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মূলধন তহবিল থেকে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এই খাতে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মোট ব্যয়ের ৯৪ দশমিক ৩৪ ভাগ অর্থাৎ ৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে সরকারী অনুদান থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে ৫ দশমিক ৬৬ ভাগ অর্থাৎ ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১২ কোটি ৮২ লক্ষ হবে বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর শামসুল হক তার বক্তৃতায় জানিয়েছেন।

আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেটের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা ৫মিনিটে শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াতের পর প্রথম দিনের সিনেট চেয়ারম্যানের ভাষণের উপর মুলতবী আলোচনা করেন সিনেট সদস্য প্রফেসর এটিএম জহুরুল হক, তিনি গতদিনের অধিবেশনের মুলতবীর কারণ জানতে চাইলে সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ প্রথম দিনের মুলতবীকে অনাকাঙ্খিত বলে মন্তব্য করেন। মোট ১৬ জন সিনেট সদস্য গতকাল বক্তব্য রাখেন।

গতকালের সিনেটে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। রাত ৮টা ৪০ মিনিটে সিনেট চেয়ারম্যান আজ শুক্রবার বিকাল ৪টা পর্যন্ত সিনেট মুলতবী করেন।

আজ শুক্রবার সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন শেষ হতে পারে। আজকের অধিবেশনের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেটে একজন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি ও একজন বিশিষ্ট নাগরিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার চট্টগ্রাম থেকে জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ৯৫-৯৬ অর্থ বছরের জন্য ২১ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবন মিলনায়তনে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আর আই চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সিনেট বৈঠকে এই বাজেট ঘোষণা করা হয়।